শবে বরাত সমাধান

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে

শবে বরাত সমাধান

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
ডাইরেক্টর, শিক্ষা ও দা'ওয়াত বিভাগ
রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি, কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

শবে বরাত সমাধান

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

প্রকাশনায় :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন : 7112762, 01190368272, 01711646396, 01919646396

ওয়েব : www.tawheedpublications.com

ইমেল : tawheedpp(@)gmail.com,

সংস্করণ :

প্রথম : অক্টোবর ২০০২ ঈসায়ী

দ্বিতীয় : সেপ্টেম্বর ২০০৪ ঈসায়ী

তৃতীয় : জুলাই ২০১১ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ : আল-মাসরুর

মূল্য : পঁচিশ (২৫) টাকা মাত্র

মুদ্রণ :

হেরা প্রিন্টার্স.

হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

অবতরণিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد :

আল্লাহর হামদ, ছানা ও রসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর প্রতি সংক্ষিপ্ত ছলাত সালামের পর আমাদের কথা এই যে, শবে বরাত বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে সমাজে বহু বইয়ের ছড়াছড়ি দেখা যায়। এক শ্রেণীর লেখক তাদের বই-এ ইবাদত জাতীয় ও অসামাজিক এবং কুসংস্কার জাতীয় যা কিছু ঘটে সবই সমর্থন ও স্বীকার করে। আবার কেউ কেউ বিপক্ষে লিখতে গিয়ে হালুয়া , রুটি এবং আতশবাজি ও পটকাবাজির বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু যঈফ ও জাল হাদীসগুলোর ভিত্তিতে ইবাদত জাতীয় বিষয়গুলোর স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। তারা এসবের স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে হাদীসের যাচায় বাছাইয়ের প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করেন নি। মূলতঃ এ বিষয়ে আমাদের দেশের ৯৯% আলিমের স্থির কোন জ্ঞান ও ধারণা নেই। যার জন্য তাদের লিখনী ও বক্তব্যে জাল ও যঈফ হাদীছগুলোর ব্যাপক ব্যবহার ও উদ্ধৃতি দেখা যায়। এমনকি তারা যাচাই বাছাইমূলক হাদীছগ্রন্থগুলোর সন্ধান ও প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন না। বরং কেউ এ সব বিষয়ে বলতে গেলে তার প্রতি ব্যাপকভাবে রাগান্বিত হয়ে যান।

অপর আরেক শ্রেণীর লেখকগণ ইবাদতমূলক, প্রথামূলক, অসামাজিক ও কুসংস্কারমূলক বিষয়গুলো প্রতিবাদের সাথে সাথে রাতটির ফযীলতও সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। যার মাধ্যমে কিছুটা হলেও হক ধামাচাপা পড়েছে।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শবে বরাত সম্পর্কিত বইগুলো পড়ে এ বিষয়ে একটি সমাধানমূলক বই লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম।

যার মাধ্যমে ছহীহ দলীলের মাধ্যমে ভারসাম্যমূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে শবে বরাতের রাতের ফযীলত এবং এ রাতে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে করণীয় ও বর্জণীয় বিষয়গুলো স্পষ্ট করেছি। আল্লাহর নিকট কামনা করি তিনি যেন এ বইটির মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ে সঠিক সমাধানের ব্যবস্থা করে দেন এবং রাতটিসহ অন্যান্য রাত ও দিনের যাবতীয় কল্যাণ আহরণ করার এবং এ রাতটি ও পরবর্তী দিনসহ সকল দিন ও রাতের শির্ক ও বিদআত এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করেন–আমীন।

بسم الله الرحم الرحيم

কুরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে শবে বরাত পালন

শবে বরাতের শাব্দিক তাৎপর্য ঃ

'আরাবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রিটিকে শবে বরাত বলা হয়। 'আরাবীতে লায়লাতুল বারাআত্ ও লায়লাতুন্ নিছফ্ মিন শা'বান বলা হয়। ভারতবর্ষে শবে বরাত নামেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। নামটি একটি ফারসী ও একটি 'আরাবী শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। শব শব্দটি ফারসী। যার অর্থ রাত। বারাআত শব্দটি 'আরাবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তি। বাংলাভাষী মুসলিমগণের নিকট ভাগ্য রজনী নামে সুপ্রসিদ্ধ।

শারী'আতে ইসলামিয়াহর এই রাতটির ভিত্তি ঃ

শারী'আতে ইসলামিয়ায় শা'বান মাসের বিশেষ ফযীলত রয়েছে, এতে কারো দ্বিমত নেই। রাছূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিভিন্ন হাদীছের মাধ্যমে এই মাসটির ফযীলত সাব্যস্ত হয়েছে। একটি হাদীছে এসেছে ঃ যখন রাজাব মাস উপস্থিত হতো তখন নবী (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দু'আ পড়তেন "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী শাহ্রাই রজাবা ওয়া শা'বানা ওয়া বাল্লিগ্না রমাযানা" অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাদেরকে বরকত দান কর. দু'টি মাস রাজাব ও শা'বানে এবং রমাযান মাস পর্যন্ত পৌঁছাও। এই হাদীছটিতে যেমন শা'বানের ফযীলত সাব্যস্ত হয়েছে তেমনি রাজাবেরও। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন ঃ এই একটিই ছহীহ্ হাদীছ- যার মাধ্যমে রাজাব মাসের ফযীলত সাব্যস্ত হয়। এই হাদীছটি ব্যতীত আর যত হাদীছ রাজাবের ফযীলতের উপর বর্ণনা করা হয় সবগুলিই জাল বানোয়াট। দেখুন- ইক্বতিযা উছছিরাতিল মুসতাক্বীম, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, মুহাম্মাদ হামেদ ফাকী কর্তৃক গবেষণাকৃত ৩০১ পৃঃ।

আরো একটি হাদীছ যার মাধ্যমে শা'বানের ফযীলত সাব্যস্ত হয় - উম্মু সালামাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একাধারে দু' মাস সওম পালন দেখিনি শুধু শা'বান ও রমাযান ছাড়া। (তিরমিযী, তুহ্ফাহ সহ ৩/৩৬০, হাঃ নং ৭৩৩, দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, বৈরুত-১৯৯০)

পুরা শা'বান সওম পালন অর্থ প্রায় পুরা মাস, অল্প কিছুদিন বাদ দিয়ে। দেখুন হাদীছটির সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপরোক্ত কিতাব ও তার ভাষ্যে।

বিশেষভাবে রাত্রিটি প্রসঙ্গে আলোচনা ঃ

রাত্রিটির ফযীলতের উপর একটি খাঁটি ও খালেছ ছহীহ হাদীছ পৃথিবীর কোন হাদীছের গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। তবে দুর্বল অথবা জাল সূত্রে নয়জন ছাহাবী থেকে মোট নয়টি হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে। ৮টি বর্ণনার বক্তব্য প্রায় একরূপ। আর তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ শা'বান মাসের ১৫ তারিখের রাতে দুনিয়ার নিকট আসমানে নেমে আসেন এবং বহু বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। কোন বর্ণনায় এসেছে "কাল্‌ব" গোত্রের ছাগল সমূহের লোম পরিমাণ গুনাহ বা গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী হাঃ নং ৭৩৬, ইবনু মাজাহ হাঃ নং ১৩৮৯)। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে- আল্লাহ শা'বানের ১৫ তারিখের রাত্রে সকল বান্দাকে ক্ষমা করেছেন কিন্তু দু' শ্রেণীর বান্দাকে নয়; মুশরিক ও একে অপরের মাঝে বৈরীভাব বা বিদ্বেষ পোষণকারী। (ইবনু মাজাহ হাঃ নং ১৩৯০; মুসনাদুল বায্‌যার ২৪৫ পৃঃ, যাওয়ায়েদ; সিলসিলা ছহীহাহ্‌ ২/১৩৫, ১৩৭; আস্‌সুন্নাহ, আবূ আছিম প্রণীত ও আলবানী গবেষণাকৃত হাঃ নং ৫০৯-৫১২; ইবনু হিব্বান হাঃ নং ১৯৮০; বাইহাকী, শুআবুল ঈমান ২/২৮৮ পৃঃ)

উপরোক্ত আটটি বর্ণনার রাবী হলেন মুআয, আবূ ছা'লা বাতাল খাশানী, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র, আবূ মূসাল আশ'আরী, আবূ হুরাইরাহ, আবূ বাকার ও 'আয়িশাহ (রাঃ)।

এই আটটি সনদে বর্ণিত হাদীছটির বা হাদীছগুলিব সূত্র যদিও দুর্বল, কিন্তু দুর্বলতা কঠিন না হওয়ায় সবগুলি সমন্বয়ে ছহীহ বা হাসান হওয়ার দাবী রাখে। যার মাধ্যমে রাত্রিটির ফযীলত সাব্যস্ত হয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন ঃ

«فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثارما يقتضى أنها ليلة مفضلة وأن وقد روى بعض فضائلها فى المسانيد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشيا آخر اقتضاء الصراط المستقيم» ص : ٣٠٢

অর্ধ শা'বানের রাত্রিটির ফযীলতের উপর বেশ কিছু মারফু হাদীছ ও ছাহাবাগণের আছার রয়েছে যার দাবী এটাই যে, রাতটি একটি ফযীলতপূর্ণ রাত। রাত্রটির ফযীলতের উপর মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থ সমূহতেও হাদীছ এসেছে, যদিও রাত্রিটির ফযীলতপূর্ণ হওয়ার সুযোগে উহার ভিতর অনেক কিছু

(বিদ'আত) সংযোগ করা হয়েছে। ইক্বতিযা-উছছিরাতিল **মুস্তাক্বীম** ৩০২ পৃঃ।

তিরমিযীর নির্ভরযোগ্য ভাষ্য তুহফাতুল আহ্ওয়াযীর **গ্রন্থকার আবুল** আলা মুহাম্মাদ 'আবদুর রহমান (রহঃ) স্বীয় রিওয়াইয়াতগুলির **প্রায় সব কয়টা** সমালোচনাসহ উদ্ধৃত করার পর বলেছেন ঃ

«فهذه الأحاديث مجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيئ والله تعالى أعلم» ٣٦٧/٢

এই হাদীছগুলি সমষ্টিগতভাবে ঐ ব্যক্তিদের বিপক্ষে প্রামাণ্য যারা ধারণা করে থাকেন যে, অর্ধ শা'বানের রাতের ফযীলতের ব্যাপারে কিছুই সাব্যস্ত হয়নি। (২/৩৬৭ পৃঃ)

হাফিয ইবনু রাজাব তাঁর লাতা'রেফুল মা'আ-রিফ নামক গ্রন্থে ১৪৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

«وفى فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث متعددة وقد اختلف فيها فضعفها الأكثرون وصححه ابن حبن بعضها وخرجه في صحيحه ومن أمثلها حديث عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم..... الصحيحه» ١٣٨/٢

অর্ধ শা'বানের রাতরে ফযীলতের উপর অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ঐ হাদীছগুলিতে মতানৈক্য করা হয়েছে। অধিকাংশ বিদ্বানগণ দূর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন কিন্তু ইবনু হিব্বান ঐ বর্ণনাগুলির কোন কোনটিকে ছহীহ বলেছেন এবং স্বীয় "ছহীহ" গ্রন্থে স্থানদান করেছেন। ঐগুলির অন্যত্র একটি হাদীছ হলো 'আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীছ-যার ভিতর নবী (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিছানায় অনুপস্থিত পাওয়ায় বাকীর দিকের যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন সিলসিলা ছহীহাহ ২/১৩৮ পৃঃ।

বর্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদুল মিল্লাত আল্লামাহ ফাকীহ্ বহু কিতাবের মুঅল্লিক শাইখ মুহাম্মাদ না-সিরুদ্দীন আলবানী জগতদ্বিখ্যাত কিতাব সিলসিলাতুল আহা-দীছুছ ছহীহার দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৪৪ নং হাদীছের আওতায় আটজন ছাহাবীর বর্ণনা ও তার যথোপযুক্ত সমালোচনা উদ্ধৃতি করার পর বলেছেন ঃ

«وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلاريب والصحة تثبت بأقل منها عددا مادامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١٣٨/٢

মোট কথা হলো এই যে, অর্ধ শা'বানের রাতের ফযীলত সম্বলিত হাদীছটি এই সূত্রগুলির সমন্বয়ে ছহীহ্ এতে কোন সন্দেহ নেই বরং এর চেয়ে কম সংখ্যক সূত্রের মাধ্যমেই ছহীহ সাব্যস্ত হয়। উপরন্তু সূত্রগুলি কঠিন দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকায় আরো বেশী ছহীহ হওয়ার দাবী রাখে, যেমনটি এই হাদীছের ক্ষেত্রে ঘটেছে। দেখুন- ইবনু আবী আছিম (রহঃ) প্রণীত কিতাবুস সুন্নাহ, আলবানী গবেষণা সম্বলিত ১/২২২-২২৩, হাঃ নং ৫০৯।

রাতটি ফযীলতপূর্ণ হলে, সেই রাতে আমাদের কিছু করণীয় ও বর্জনীয় আছে কি? রাতটি ফযীলতপূর্ণ হওয়া সাব্যস্ত হলেও সে রাতে নির্দিষ্ট উপাসনাগত আনুষ্ঠানিকতা সাব্যস্ত হয়নি। ঐ রাতের জন্য নির্দিষ্টভাবে কোন 'ইবাদাতের কথা কোন ছহীহ হাদীছে সাব্যস্ত হয়নি।

অর্ধ শা'বানের রাতের ফযীলতের উপর পর্যালোচনা ঃ

অর্ধ শা'বানের রাত্রির ফযীলত অন্যান্য রাত্রের চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী ফযীলত নয়। বরং সাধারণভাবে অন্যান্য রাত্রের চেয়ে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। এই রাতের ফযীলতের হাদীছগুলিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ নিচের আসমানে নেমে আসেন এবং বহু সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। এই হাদীছের দাবী এটা ধরা আদৌ ঠিক হবে না যে, অন্যান্য রাত্রিতে নামেন না এবং ক্ষমা করেন না। বরং সাধারণভাবে প্রতি রাতের শেষভাগে বা শেষ তৃতীয়াংশে নেমে আসার হাদীছ সুসাব্যস্ত, বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ, বরং উহা মুতাওয়াতিরভাবে সাব্যস্ত, কেননা এই হাদীছটি মোট আঠাশ (২৮) জন ছাহাবী রাছূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন- আছ্ছাওযায়েকুল মুস্সালাহ 'আলাল জাহমিয়াতি ওয়াল মুআ'তত্বলাহ, ইবনুল কাইয়িম প্রণীত দারুল হাদীছ, কায়রো ১৯৯২ প্রথম সংস্করণ ৪২৩ পৃঃ।

হাদীছটি নিম্নরূপ ঃ

«عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث ليل فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فاغفرله» متفق عليه

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাত্রে যখন এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন অতঃপর বলতে থাকেন- কে আমার নিকট দু'আ করবে আমি তার দু'আ কবুল করবো, কে আমার নিকট কিছু চাইবে আমি তাকে প্রদান করবো, কে আমার নিকট ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করবো। বুখারী শরীফ (ফাত্হুল বারী সহ) দারুর বাই-ইয়ান ছাপা তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৭ হিঃ তৃতীয় খণ্ড কিতাবুত তাহাজ্জুদ ৩৫-৩৬ পৃঃ হাঃ নং ১১৪৫, মুসলিম শরীফ ফুওয়াদ আব্দুল বাকীর গবেষণা সম্বলিত বাবুল মুসাফিরীন হাদীছ নং ৭৫৮।

অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এভাবে আহ্বান করতে করতে যখন ফজর হয়ে যায় তখন তিনি আরশে উঠে যান। আরেক বর্ণনায় এসেছে- অতঃপর কুরসীর উপরে উঠে যান। দেখুন- ইবনু আবী আছিম প্রণীত আস্সুন্নাহ গ্রন্থ হাঃ নংঃ ৫০১ ও উহার আনুষঙ্গিক আলোচনা ১/২২০ পৃঃ, ইবনু আবী শাইবাহ প্রণীত "আল-আর্শ" গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ আছ-ছওয়ায়েকুল মুসালাহ ৪২৩ পৃঃ।

[উল্লেখ থাকে যে, কুরআনী বিভিন্ন আয়াত ও উপরোক্ত হাদীছ সমূহের আলোকে আহ্লুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নির্ধারিত আকীদাহ সমূহের একটি আকীদাহ হলো এই যে, আল্লাহ প্রকৃতভাবে আরশ সমুন্নত এবং প্রতিরাত্রের শেস তৃতীয়াংশে দুনিয়ার নিকটস্থ আসমানে প্রকৃতভাবে নেমে আসেন এবং ফজর উদিত হলে আবার প্রকৃতভাবে আরশে উঠে যান। এগুলির কোনটিই রূপকভাবে সংঘটিত হয় না-যেমনটি পরবর্তীর ভেজাল কলুষিত অনেক বিদ্বানের ধারণা। আরো জেনে রাখা উচিত যে, কুরআন হাদীছে বর্ণিত আল্লাহর কার্যগত ও দেহগত সমস্ত গুণাবলীর প্রকৃত অর্থ, উদ্দেশ্য, রূপক অর্থ নয়-যেমনটি বিভিন্ন পথভ্রষ্ট দল ও ব্যক্তিদের ধারণা। মু'তাযিলী তাফসীর (কাশ্শাফ) পাঠ করে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত বড় আলেমের এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ায় অধিকাংশ ছোট আলেম ও জনগণেরও ধারণাও ঐরূপ দেখা যায়। আল্লাহ সকলকে প্রকৃত সত্য উদঘাটন ও গ্রহণের তাওফীক দান করুন আমীন।

গুণাবলীকে প্রকৃতভাবে সাব্যস্ত করার পর তুলনা, উপমা, ধরণ, পদ্ধতি কিছুই বলা যাবে না। কিংবা ঐসব বলতে না পারার কারণে কত্বিল ঘোষণা করা যাবে না। বরং এই ক্ষেত্রে কুরআনের এই আয়াতটিকে ব্যাকরণ হিসাবে ব্যবহার করবো ঃ ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير: তাঁর সাদৃশ্য কোন কিছু নেই অথচ তিনি অতি শ্রবণকারী ও দর্শনকারী।

অর্থাৎ তিনি প্রকৃতভাবে শ্রবণ ও দর্শন করেন কিন্তু তাঁর শ্রবণ ও দর্শন কোন মাখ্লুকের শ্রবণ ও দর্শনের মত নয়।

এইরূপ খাঁটিভাবে আল্লাহর অবতীর্ণ ও উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশ্বাসী হওয়ার পর সাবধান হতে হবে শয়তানী কিছু সংশয় ও কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর দেয়া ও খোঁজা থেকে ঃ যদি আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের দেশের বরাবর আসমানে নামেন তখন ঐ সময়ে কোন দেশে রাতের শুরু হয়। কোন দেশে সকাল হয়। কোন দেশে দুপুর কোন দেশে সন্ধ্যা হয়। তাহলে কিভাবে দুনিয়ার সকল দেশবাসী এই সুবিধা লাভে ধন্য হবে। এমনিভাবে আরো সংশয়, সৃষ্টি করা হতে পারে এই বলে যে, আর প্রতি দেশেই আলাদা আলাদাভাবে শেষ রাতে অবতীর্ণ হলে এক দেশে ফজর উদিত হতে না হতেই অন্যদেশে ঐ সময় (রাতের শেষ তৃতীয়াংশ) উপস্থিত হয়, তাহলে তো আল্লাহর আরশে ফিরে যাওয়ারই সময় হবে না। কিংবা এও সংশয় উদিত হতে পারে যে, যখন আল্লাহ নীচে নেমে আসেন এবং বিভিন্ন দেশে নাযিল হন তখন আরশ খালী থাকারই কথা, আর তাই যদি হয় তবে সূরা ত্বহার ৫ নম্বর আয়াত রহমান আরশে সমাসীন এর সত্যতা কতটুকু?

উপরোক্ত সংশয় ও প্রশ্নাবলীর ধারে কাছে যাওয়া যাবে না। বরং ঐ সকল সংশয়ের নিরসন করতে হবে এবং প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে এই বলে যে, সে জাত ও সত্ত্বার নামই তো আল্লাহ যার নিকট সকল প্রকারের অসম্ভব সম্ভব। জ্ঞান ও বিবেকে যা ধরে না অতি সহজেই তা করতে পারে না।]

বিশেষভাবে অর্ধ শা'বানে রাত্রিতে আল্লাহর যমীনের নিকট আসমানে নেমে আমার বক্তব্য থাকার কারণে ৮ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও (এবং বর্ণনাগুলির দুর্বল হওয়ার কারণে) ২৮ জন ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছের বিপরীত হওয়ায় অনেক বিদ্বান অর্ধ শা'বানের রাত্রের ফযীলতের হাদীছগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (দেখুন- ইক্বতিযা-উছছিবাতিল মুসতাক্বীম ৩০২ পৃঃ ও ইব্দা' ২৮৬-২৮৭।) এই জন্যই বলে এসেছি যে, এই রাত্রিতে নাযিল হওয়া অন্যান্য রাত্রে নাযিল হওয়ার মতই। কোন দিক দিয়ে রাত্রিটির গুরুত্ব থাকার কারণে বিশেষভাবে এই রাত্রিতে নযিল হওয়ার কথা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যেমন আমরা প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্যকে চিঠি লিখার সময় পরিচিত অন্যান্যদেরকে সালাম ও আন্তরিকতা জানানোর জন্য লিখে থাকি 'আবদুল্লাহ, সালীম ও আব্দুর রহীম সহ বাড়ীর বা প্রতিষ্ঠানের সকলকে আমার সালাম ও আন্তরিকতা জানাবেন। এই সালাম দান ও আন্তরিকতা জানানোর ক্ষেত্রে সকলকে সমান করা হয়েছে, কিন্তু ঐ তিনটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার নিকট তাদের গুরুত্ব একটু বেশী হওয়ার কারণে বা ওদেরকে খুশী করতে পারলে কোন স্বার্থ উদ্ধার হবে বলে।

হতে পারে বিশেষভাবে এই রাত্রে আল্লাহর নিম্নের আসমানে অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্য যে, আমরা যাতে সতর্ক হই গাফলাতী ও আলস্যতার ঘুম থেকে জাগ্রত হই। যেন বলা হয় যে, হে বান্দা বছরের প্রতিটি রাত্রের তৃতীয়াংশে আল্লাহ নেমে আসেন ক্ষমা দানের জন্য, আবেদন কবুল করা জন্য, আশা পূরণ করার জন্য, কিন্তু এ সুযোগ হেলায় হেলায় হারিয়েছো, আর নয় এবার ব্যাপক হারে পুণ্য অর্জনের মৌসুমটি (রমাযান মাস) নিকটবর্তী হয়েছে, শা'বানের অর্ধাঅর্ধি হয়ে গেল, এবার ফিরে এসো সুযোগের সৎ ব্যবহার কর আর ঠেলে রেখ না, আল্লাহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নেমে এসে সে সুযোগ সুবিধা বিতরণ করে থাকেন উহা গ্রহণে ব্যস্ত হও।

শুধু অর্ধ শা'বানের রাত্রিটিকেই সাধারণের পর বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি বরং রমাযান মাসকেও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

«عن ابن عباس رضى الله عنه قال: إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء ثم قال: هل من سائل يعطي هل من مستغفر يغفرله هل من تائب يتاب عليه رواه ابن أبى عاصم في السننة وقال الشيخ الألبانى إسناده صحيح رجاله رجال الثقات /٢٢٤رقم ٥١٣

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ রমাযান মাসের প্রতি রাতে অবসর দিয়ে রাখেন। কিন্তু যখন প্রথম তৃতীয়াংশ অতিক্রম করে তখন দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন অতঃপর বলতে থাকেন কেউ কিছু চাওয়ার আছে, প্রদত্ত হবে, কেউ ক্ষমা ভিক্ষাকারী আছে ক্ষমাকৃত হবে, কেউ তাওবাহকারী আছে তার তাওবাহ কবুল করা হবে। হাদীছটি ইবনু আবী আছেম [মৃঃ ২৮৭ হিঃ] কিতাবুস্ সুন্নাহ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং শাইখ আলবানী তার সনদকে ছহীহ বলেছেন এবং বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য বলেছেন- ১/২২৪ পৃঃ হাঃ নং ৫১৩।

সুধী সমাজের নিকট আমার প্রশ্ন এই হাদীছে শুধু রমাযান মাসের রাত্রিগুলিতে আল্লাহ নিচের আসমানে নেমে আসার কথা পাওয়া গেল বলে কি অন্যান্য মাসে নেমে আসেন না বুঝবেন? তাহলে এই হাদীছের দৃষ্টিতে শা'বান মাসে বা উহার পনেরো তারিখের রাত্রে নামাও তো অসাব্যস্ত হচ্ছে। এই জন্যই বলে এসেছি যে, অর্ধ শা'বান ও রমাযান মাসের শেষ রাত্রে আল্লাহর নিচের আসমানে নামার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করায় এই রাতগুলিতে "নুযুলুর রব্"

বা আল্লাহর অবতীর্ণ হওয়ার দিক দিয়ে কোন ফযীলত নেই। অন্যান্য দিক দিয়ে (যেমন শা'বানের-রমাযানের নিকটবর্তী হওয়ায়) গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক এই কথা থেকে যতটুকু ফযীলত সাব্যস্ত হয় ততটুকুই ফযীলতের অধিকারী ঃ আল্লাহ অর্ধ শা'বান ও রমাযান মাসের রাত্রিগুলি সহ বছরের প্রতিটি রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে নাযিল হন, অতঃপর ....। সম্ভবতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী হয়েই মুহাদ্দিছ ইবনু আবী 'আছিম স্বীয় হাদীছ গ্রন্থ "আস্ সুন্নাহ"তে অর্ধ শা'বানের রাতে আল্লাহর অবতরণ সম্পর্কিত আলোচনার অধ্যায়ে সাধারণভাবে প্রতি রাতে অবতরণের হাদীছগুলিও এনেছেন। ২১৬, হাঃ নং ১০৫।

সংশয় নিরসন-১ ঃ কেউ বলতে পারেন অর্ধ শা'বানের রাতে নেমে আসা অন্যান্য রাতে নেমে আসার চেয়ে ভিন্নতর। অন্যান্য রাতে শেষ তৃতীয়াংশে নামেন কিন্তু এই রাতে মাগরিব হওয়ার সাথে সাথে নামেন-যেমনটি ইবনু মাজাহ ও দারাকুতনীতে আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে পাওয়া যায়। হাদীছটি নিম্নরূপ ঃ

«عن علي بن أبى طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا انهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فاغفرله ألا من مسترزحه فارزقه إلا مبتلى فاعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر» رواه ابن ما جه رقم ١٣٨٨

'আলী বিন আবী ত্বালেব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাছূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- যখন অর্ধ শা'বানের রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন রাত্রিটিতে কিয়াম (নফল 'ইবাদাত) করবে এবং দিনটিতে সওম পালন করবে। কারণ ঐ রাত্রে সূর্য ডুবার সাথে সাথে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নাযিল হন এবং বলতে থাকেন কেউ ক্ষমা ভিক্ষকারী আছে কি আমি তাকে ক্ষমা করবো। কেউ জীবিকা (রিযিক) তলবকারী আছে কি, আমি তাকে মুক্তি দান করবো। কেউ অমুক আছে কি? কেউ অমুক আছে কি-একরূপ আহ্বান করতে করতে ফাজর হয়ে যায়। (ইবনু মাজাহ ১/৪৪৪ পৃঃ, ১৩৮৮ নং হাঃ)

এই হাদীছটি একটি জাল বানোয়াট হাদীছ যা দারুনভাবে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। এই হাদীছের জালকর্তা আবূ বাক্‌র ইবনু সাব্বাহ। তার নাম 'আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ তাঁর মৃত্যু ১৬২ হিজরীতে। নিম্নে তাঁর সম্পর্কে হাদীছ

বিশারদগণের মন্তব্য উদ্ধৃত হলো ঃ

(১) ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল বলেছেন। (২) বুখারীর উস্তাদ ইমাম আহমাদ বলেছেন- তার কাজ ছিল হাদীছ জাল করা। (৩) ইবনু মা'ঈন বলেছেন- তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। (৪) ইমাম নাসাঈ তাকে পরিত্যাক্ত (متروك) বলেছেন। (৫) ইবনু হাজার আছকালানী স্বীয় তাক্বরীব গ্রন্থে বলেছেন رموه بالكذب সফর মুহাদ্দিছ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। (৬) যাহাবী তাঁর মীযান গ্রন্থে পূর্বোক্ত তিনজনের মন্তব্য উল্লেখ করার পর কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। (৭) আবূ দাউদ (রহঃ) বলেছেন সে পরিত্যাজ্য (متروك)। অবশ্য তিনি কোন সময় ত্াকে মদীনার মুফতীও বলেছেন পূর্বের হিসাবে। (৮) যাহাবী নিজে ইবনু সাবরার হাদীছটিকে তার বর্ণিত কাজে হাদীছ সমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। (৯) ইবনু আবরাক্ব তাঁর মিথ্যাবাদী রাবী সংগ্রহ (الكذابيه) নামক গ্রন্থে ইবনু আবী সাব্বাহকেও উল্লেখ করেছেন। ১/১৩১ পৃঃ। (১০) ফাত্নী তাঁর কিতাব ক্বানূনুল মাওযূআত অয্যুআ'ফা গ্রন্থে (৩০৮ পৃঃ) পরিত্যাজ্য (متروك) বলেছেন। (১১) বুরহানুদ্দীন হালাভী স্বীয় আল্কাশ্ফুল হাদীছ আম্মান রুমিয়াটি অয্ই'ল হাদীছ الكشف الحثيت عمن رمى بوضع الحديث "হাদীছ জালের অভিযোগে অভিযুক্ত রাবী সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, সে হাদীছ জাল করতো। ৩০১ ও ৩৪৮ পৃঃ (অমুদ্রিত) এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন- "ইত্হা-ফুল খুল্লান বিমা অবাদা ফী লায়লাতিন নিছফ্ মিন শা'বান" সিলসিলাহ্ আন্সারিয়াহ্-১ এর অন্তর্গত ১৩ থেকে ৩৪ পৃষ্ঠা। তুহফাতুল আহ্ওয়াযী (তিরমিযীর ভাষ্য) ৩/৩৬৬-৩৬৭ পৃঃ। হাদীছটি 'মাওযূ' (বানোয়াট) এ সম্পর্কে দেখুন সিলসিলাহ্ যাঈফাহ্ ২১৩২ নং হাঃ যাঈফ ইবনু মাজাহ্ ২৯৪ নং হাঃ, যাঈফুল জামে আছছগীর ৬৫২ নং হাঃ।

পাঠকবর্গ উপরোক্ত হাদীছটি সনদের দিক দিয়ে যেমন জাল প্রমাণিত হয়, তেমন ভাষা ও ভঙ্গির দিক দিয়েও জাল প্রমাণিত হয়। কারণ ইতিপূর্বে রাত্রিটির ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে আটজন বা ততোধিক ছাহাবীর (দুর্বল সূত্রে) বর্ণিত হাদীছেরও সাথে বিস্তর গরমিল দেখা যায়।

এই হাদীছগুলিতে শুধু পাওয়া যায় যে, (১) আল্লাহ অর্ধ শা'বানের রাতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন অর্থাৎ শেষ তৃতীয়াংশে। (২) বান্দাদেরকে ব্যাপক হারে ক্ষমা করেন। (৩) বান্দাদের বিভিন্ন আবেদন কবুল করেন। কিন্তু আলোচ্য হাদীছে বাড়তি শব্দ এসেছে। (৪) সূর্য ডোবার সাথে সাথে নামেন। (৫) রাত্রিতে

কিয়ামের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৬) দিনের বেলা সওম পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

- এই বাড়তি ভাষা ও শব্দের দ্বারা এ বিষয়ে সমস্ত হাদীছের বিপরীত হয়েছে আর উহা একজন মিথ্যাবাদী রাবীর বর্ণনা, বিধায় হাদীছটির জাল হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় সংশয় ও উহার নিরসন

কেউ বলতে পারে যে, অর্ধ শা'বানের রাত্রের ফযীলতের আরো দিক রয়েছে- উহা এই যে, এই রাত্রে ভাগ্য বন্টন করা হয়, এবং এই রাতেই কুরআন অবতীর্ণ হয়। যেমনটি সূরা দুখানের দুই থেকে চার নম্বর আয়াত ও উহার তাফসীর থেকে জানা যায়। আল্লাহ বলেন ঃ

إنا انزلناه فی ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

"আমি উহাকে অর্থাৎ কুরআনকে একটি বারকাতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি (যার মাধ্যমে)। আমি ভয় প্রদর্শনকারী, সেই রাতে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় সমূহ বন্টন করা হয়।" অর্থাৎ লাওহে মাহফূযে বহু পূর্বে লিখিত ও সংরক্ষিত নির্ধারিত ভাগ্যগুলি ঐ রাতে বছর ভিত্তিকভাবে দুনিয়ায় স্থানান্তরিত করে বন্টন করা হয়। আগামী বছর কত শিশু জন্মগ্রহণ করবে, কতজন মারা যাবে, কে কতটুকু রিযিক লাল করবে ইত্যাদি ভাগ্যজনিত বিষয়ের ঘোষণা দেয়া হয়। তাবে'ঈ ইকরিমাহ এই রাতটিকে অর্ধ শা'বানের রাত বলে মন্তব্য করেছেন। তার এই তাফসীর বহু মুফাসসির উল্লেখ করেছেন এবং তার প্রতিবাদ করেছেন। যেমন ইবনু কাসীর বলেন-

ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان كما روى عن عكرمة فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن فى رمضان ١٢٣/٤

আর যারা বলেন যে, সেই রাত্রিটি হলো অর্ধ শা'বানের রাত-যেমনটি ইকরিমাহ থেকে (এবং ছা'লাবীর তাফসীরে লায়লাতুল কাদার হিসাবে) বর্ণনা করা হয়, দাবীটি অত্যন্ত দূরবর্তী ও অমূলক। কারণ গোটা কুরআন মাজীদের ভাষা ও ভঙ্গির নির্দেশ অনুযায়ী যা প্রতীয়মান হয় ঐ রাতটি রমাযান মাসে। ৪/১২৩ পৃঃ।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন ঃ

قال القرطبي : ومن العلماء من قال إن ليلة القدرفي شعبان وهي ليلة النصف من شعبان وهو قول باطل لأن الله تعلى قال في كتابه الصادقة القاطع: شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن فنص على ان

ميقات نزوله رمضان ثم عين من زمانه الليل ههنا «في ليلة مباركة» فمن زعم انه في غيره فقد أعظم الفرية على الله وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها - القرطبي ١٦-١٢٨ نقلان اتحاف الخلان ٢٠

বিদ্বানগণের কেউ কেউ বলেছেন যে, লায়লাতুল ক্বাদর শা'বান মাসে অর্থাৎ অর্ধ শা'বানের রাত। এই কথাটি নিঃসন্দেহে বাতিল কথা। কারণ আল্লাহ্ তাঁর অকাট্য সত্য গ্রন্থে বলেছেন- রমাযান মাস যার ভিতর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (যা নির্দিষ্টভাবে একটি ব্যাপক সময়কে বুঝায়, অতঃপর উহার ব্যাপকতা কমিয়ে একটি মুবারক ও সম্মানিত রাতে অবতীর্ণ করার কথা বলেছেন। অতএব রমাযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বাস করলে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার রাত্রিটিকে রমাযান মাসের একটি রাত ধরতেই হবে। কেউ শা'বান বা অন্য মাসের কোন রাত ধারণা করলে যেমন এক দিক দিয়ে উহা তার বিবেকহীন তার পরিচয় বহন কবে, অন্যদিকে রমাযানে অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদবাহী আয়াতকে অস্বীকার করা হবে। এই জন্যই ইমাম কুরতুবী বলেছেন যে, যে ব্যক্তি মুবারক রাতটিকে রমাযান ছাড়া অন্য মাসে রয়েছে ধারণা করবে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিরাট মিথ্যা রটনাকারী। অর্ধ শা'বানের রাত্রির ব্যাপার কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণিত হয়নি, না তার ফযীলতের ব্যাপারে না সেই রাতে ভাগ্য বন্টনের ব্যাপারে। অতএব খবরদার! আপনারা ঐ সংক্রান্ত হাদীছের দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না। কুরতুবী ১৬/১২৮ ইত্হাফুল খুল্লান থেকে সংকলিত ২০ পৃঃ।

এরপর একাধিক গুণ দেখলেই উহার অধিকারী ও একাধিক হতে হবে এমন হওয়া অনির্বায় নয়। একটি ব্যক্তি বা বস্তু একাধিক গুণের অধিকারী হতে পারে। হ্যাঁ তবে একটি ব্যক্তি বা বস্তুর গুণগত দিক দিয়ে একাধিক গুণের অধিকারী হতে পারে। যেমন লায়লাতুল কাদারের চারটি নাম রয়েছে। (১) লায়লাহ্ মুবারাকাহ্ বরকতপূর্ণ রাত। (২) লায়লাতুল বারা-আহ্ (মুক্তির রাত)। (৩) লায়লাতুছ্ ছক্ক (লিখার অর্থাৎ ভাগ্য লিখার রাত)। (৪) লায়লাতুল কাদ্র (সম্মান বা ভাগ্যের রাত)। দেখুন- তাফসীর ফাত্হুল ক্বাদীর ৪/৮১০ পৃঃ।

বড় পরিতাপের বিষয় যে, শুধু কিছু কিছু তাফসীরেই অর্ধ শা'বানের রাত্রিকে ভাগ্য বন্টন বা লায়লাতুল কাদরের রাত বলা হয়নি বরং এর স্বপক্ষে কিছু অত্যন্ত দুর্বল ও জাল পর্যায়ে হাদীছেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উক্ত তাফসীরকারকগণ এ সমস্ত হাদীছের ধোকায় পড়েই ঐ ধরনের উদ্ভট ও অবান্তর তাফসীর করেছেন।

ঐ ধরনের একটি হাদীছ- যা বায়হাকী "লায়লাতুল বারাআতে দু'আ বলার পরিচ্ছেদে 'আয়িশাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেন ঃ এই রাত্রি লেখা হয় কতগুলি শিশু জন্মগ্রহণ করবে এবং কতগুলি মৃত্যুবরণ করবে। আর সেই রাতেই তাঁদের 'আমলসমূহ উথিত হয় এবং তাদের রিযিক অবতীর্ণ হয়। এই হাদীছ বর্ণনা করার পর ইমাম বায়হাকী বলে দিয়েছেন যে, এই হাদীছের সনদে কতক অজ্ঞাত ও অপচিত রাবী রয়েছে। যার জন্য হাদীছটি অগ্রহণীয়। (দেখুন- ইত্হাফুল খুল্লান ১৯)

উল্লেখ্য উপরোক্ত হাদীছে ও উহার পরিচ্ছেদে লায়লাতুল বারা-আহ্ থেকে যদি লায়লাতুল কাদ্র নেয়া হয় তবে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হবে না। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে আরো একটি হাদীছ দেখা যায়-কেউ কেউ আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে থাকেন ঃ এক শা'বান থেকে আরেক শা'বান পর্যন্ত সময়গুলিতে অকাট্যভাবে বন্টন ও নির্ধারন করা হয়, যাতে এমনও ঘটে যে, এক ব্যক্তি বিবাহ করে এবং তাঁর সন্তানও জন্ম নেয় অথচ ঐ ব্যক্তির নাম ঐ বছরের মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকে।

এই হাদীছটি ইবনু কাছীর ও শাওকানী আপন আপন তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করার পর বলেন, ইহা এক মুরসাল (সূত্র ছিন্ন) হাদীছ-যার দ্বারা কুরআনে স্পষ্ট দলীলের বিরোধিতা করা আদৌ সমীচীন হবে না। (ইবনু কাসীর ৪/১২৪ পৃঃ ও ফাত্হুল কাদীর ৪/৮১৩ পৃঃ।

শাওকানী আরো বলেন-

قال الشوكاني في تفسيره : وما روى في هذا فهو مرسل أوغير صحيح

এই ব্যাপারে যত হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে সবগুলিই মুরসাল কিংবা অশুদ্ধ। (ফাতহুল ক্বাদীর ৪/৮১৩)

অর্ধ শা'বানের রাত্রে বা দিনে কি করণীয়

অর্ধ শা'বানের রাত্রের উল্লেখযোগ্য নির্দিষ্ট কোন ফযীলত নেই। দুর্বল সূত্র সমূহের সমবায় লব্ধ ছহীহ হাদীছ এবং দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীছ সমূহে কিছু ফযীলতের ইশাহ-ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও নির্দিষ্টভাবে কোন 'ইবাদাতের উল্লেখ নেই হাদীছগুলিতে পাওয়া যায় না। যে সমস্ত হাদীছে নির্দিষ্টভাবে ছলাত ছিয়ামের উল্লেখ পাওয়া যায় ঐগুলি সবই বানোয়াট ও জাল। ঐ হাদীছগুলির আলী (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে বর্ণিত হাদীছটিই প্রসিদ্ধ। যার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি সেই জন্য এখানে পুনরাবৃত্তি করলাম না।

এ সম্পর্কে আরো জাল ও ভিত্তিহীন হাদীছ দেখতে চাইলে (যেগুলির কোন কোনটিতে অর্ধ শা'বানর রাত্রিতে নির্দিষ্ট কিছু 'ইবাদাত ও দীর্ঘ দীর্ঘ দু'আ রয়েছে), দেখুন বিভিন্ন জাল হাদীছের গ্রন্থ ও ইতহাফুল খুল্লান ৩১-৩৪।

উৎসুক মনের দেখার পিপাসা নিবৃত করার জন্য নমুনা স্বরূপ দু'একটি জাল হাদীছ উদ্বৃত করলাম ঃ

১। আলীর নাম দিয়ে বর্ণিত তিনি (আলী) বলেন- আমি রাছূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখলাম তিনি অর্ধ শা'বানের রাতে উঠে চৌদ্দ রাক'আত ছলাত আদায় করলেন। অতঃপর ছলাত সমাপ্ত করে ১৪ বার করে সূরা ফাতিহাহ্, সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস পড়লেন এবং আয়াতুল কুরসী একবার এবং লাক্বাদ্ জা-আকুম্....... (তাওবাহর ১২৮ নং আয়াতটি) একবার পাঠ করলেন। তিনি যখন সমস্ত কিছু শেষ করলেন তখন ঐ 'আমলগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন যা আমাকে করতে দেখলে কেউ যদি উহা করে তবে তার জন্য ঐ 'আমলগুলি ২০টি কবুল হজ্জের সমান হবে এবং ২০ বছরের গৃহীত রোযার সমান হবে। আর কেউ যদি ঐ রাত্রিগত দিনে সওম পালন করে তবে একটি সওম পূর্বে দু'বছরের এবং আগামী এক বছরের সওম পালনের সমান হবে। দেখুন- ইতহাফুল খুল্লান ৩৩। আরো দেখুন- ইবনুল জাওযীর জাল হাদীছের সংগ্রহ "কিতাবুল মাওযূআত" ২/১৩০।

উপরোক্ত হাদীছের জালকর্তা মুহাম্মাদ বিন মুহাজির দেখুন- মাওযুআত।

২। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর নামের উদ্ধৃত বর্ণনা করা হয়েছে তিনি বলেন নবী (ﷺ) বলেছেন- যে ব্যক্তি অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে ১২ রাক'আত ছলাত আদায় করবে যার প্রতি রাক'আত ৩০ বার করে সূরা ইখলাছ পাঠ সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পূর্বে জান্নাতে তাঁর বাসস্থান দেখবে এবং তার পরিবারের এমন দশজনের ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করা হবে যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে। ইবনুল জাওযীর জাল হাদীছ সংগ্রহ ২/১২৯।

৩। ইবনু উমার (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে বানানো হাদীছ- তিনি (ইবন উমার) বর্ণনা করেন যে, রাছূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অর্ধ শা'বানের রাত্রে একশত রাক'আত ছলাতে এক হাজারবার কূল হওয়াল্লাহ সূরা পাঠ করবে মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তার নিকট ঘুমের ভিতর (অন্য একটি জাল সূত্রে বিনা ঘুমে) এক শতজন ফেরেস্তাকে পাঠাবেন যারা তাকে উচ্চকণ্ঠে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবে এবং ত্রিশ জন জাহান্নাম তেকে অভয় পত্রদান করবে এবং ত্রিশজন ভুলক্রটি করা থেকে হিফাযত করবে এবং ত্রিশজন তার শত্রুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। দেখুন- প্রাগুক্ত ২/১২৮ ও ১২৯।

৪। আলী (রাঃ)-এর বরাতে বানানো হাদীছ তিনি (আলী) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন নবী (ﷺ) আলীকে সম্বোধন করে বললেন- হে আলী যে ব্যক্তি অর্ধ শা'বানের রাত্রে একশ রাক'আত ছলাত আদায় করবে এবং প্রতি

রাক'আত একবার সূরা ফাতিহাহ্ এবং দশবার করে সূরা কুল হুওয়াল্লাহ .... পাঠ করবে ঐ ব্যক্তি সেই রাতে যত প্রয়োজন আল্লাহর নিকট ব্যক্ত করবে তার সকল প্রয়োজন মেটাবেন। যদি সে ভাগ্যগত দিকে দুর্ভাগ্য হয় তবে তাকে সৌভাগ্যবান করবেন? নবী (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ঐ জাতের কসম করে বলছি ওহে আলী যদি লাওহু মাহফূযে লেখাও থাকে যে, অমুকের ছেলে অমুক দুর্ভাগ্য তবুও আল্লাহ সেটাকে মুছে ফেলে সৌভাগ্যবান লেখে দিবেন। আর তার জন্য এক হাজার ফেরেস্তা নিয়োগ করবেন তার পুণ্যসহ লেখার জন্য এবং গুনাহ সমূহকে মোচন করার জন্য এবং বছরেরর শেষ মাথা পর্যন্ত তার মান উন্নত করার জন্য। আরো সত্তর হাজার কিংবা সত্তর লাখ ফেরেস্তাকে আদ্ন জান্নাতে প্রেরণ করেন তার জন্য সেখানে বিনোদন ও আনন্দের শহর, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণের জন্য এবং পরিবেশ মোহনীয় ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গাছ ও তরুলতা লাগানোর জন্য। ভাগ্যক্রমে যদি এই রাত থেকে শুরু করে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে তবে সূরা কুল হুওয়াল্লাহ'র প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে সত্তর জন করে হুর (জান্নাতের নারী) দেয়া হবে যাদের প্রত্যেকের জন্য একটি খাদেম ও একটি খাদিমাহ থাকবে ....।

হাদীছটি আরো দীর্ঘ, এত মিথ্যা কথা সংকলন করতে ধৈর্য্য চ্যুতির কারণে এই পর্যন্ত উদ্ধৃত করলাম। দেখুন- ইবনুল জাওযী ২/১২৭-১২৮।

এই সমস্ত জাল হাদীছের দ্বারা ধোকায় পড়ে গেছে বহু মুসলমান। এমনকি অনেক মহীয়, মনীষী ও মুফাস্সিররাও। এ সমস্ত মনীষীগণের অন্যতম হলেন গাযযালী ও কূতুল কূলূব গ্রন্থের লিখক এবং আরো অনেকে।

এই জন্য বহু গবেষক বিদ্বানগণ এই রাত্রে নির্দিষ্টভাবে কোন "ইবাদাত করা থেকে সতর্ক ও সাবধান করেছেন।

হাফেয ইরাকী বলেন, অর্ধ শা'বানের রাত্রে ছলাত সংক্রান্ত হাদীছ রাছূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যা আরোপকৃত জাল হাদীছ। ইমাম নূবী তার মাজমূ' নামক গ্রন্থে বলেছেন- ছালাতুর রাগাইব নামে কুপ্রসিদ্ধ ছলাত-যেটি রাজাবের প্রথম জুমু'আয় মাগরিব ও ইশার মাঝে ১২ রাক'আতের মাধ্যমে আদায় করা হয়, এমনিভাবে অর্ধ শা'বানের রাতে একশ রাক'আতের মাধ্যমে আদায় করা হয়, ছলাত দু'টি নিকৃষ্টতম বিদ'আত। কেউ যেন কূতুল কূলূব ও ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থদ্বয়ে উহার জাকজমকপূর্ণ বর্ণনা দেখে ধোকা সাজায়। এমনিভাবে এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহ দেখেও। কারণ ঐ সম্পর্কেও সমস্ত হাদীছই বাতিল। আর ঐ সমস্ত মনীষী ও ইমামদেরকে দেখেও যাদের নিকট এই ধরনের ছলাতের বিধান অস্পষ্ট থাকায় উহাকে মুস্তাহাব বলে তার

সমর্থনে কিছু পাতাও লিখে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তাদের এরূপ পদক্ষেপ ভুল ছাড়া শুদ্ধ নয়। দেখুন- সৌদি আরবের মুফতী প্রধানের লিখিত গ্রন্থ আত্‌তাহ্‌যীর আনিল বিদই ৪১ পৃঃ। আরো দেখুন- শাইখ 'আলী মাহ্‌ফুয্‌ প্রণীত আল-ইব্‌দা' ফী মাযার্‌বিল ইবতিদা' ২৮৮ পৃঃ।

মুহাম্মাদ বিন তাহের আল ফাত্‌তানী আল হিন্দী স্বীয় তাযকিরাতুল মাওযুআত গ্রন্থে (৪৫ পৃঃ) লিখেছেন যে, অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে ছলাত আদায় সম্পর্কিত হাদীছ বাতিল। আলী বিন ইবরাহীম বলেন, এই রাত উপলক্ষে মানুষ যে সব 'ইবাদাত আবিষ্কার করেছে তার ভিতর ছলাতুল আলফিয়াহ নামে একশ রাক'আত বিশিষ্ট ছলাতটি অন্যতম। যার প্রতি রাক'আতে দশবার করে সূরা ইখলাছ পাঠ করা হয় এবং উহা জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করা হয়। আর মানুষ এই ছলাতটির গুরুত্ব জুমআহ্‌ ও ঈদের চেয়েও বেশী দিয়ে ফেলেছে অথচ এই ছলাতটির ব্যাপারে চরম দুর্বল ও জাল হাদীছ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।

সাবধান কেউ যেন কুতুল কুলূব ও ইহ্‌উউলূমিদ্দীনের গ্রন্থকারদ্বয় ও অন্যান্য অগবেষক বিদ্বানদের নিকট এই ছলাতের জাকজমকপূর্ণ বর্ণনা দেখে ধোকা না খায় - এমনিভাবে ছা'লেবীর তাফসীর গ্রন্থে দেখে-যাতে ঐ রাত্রিটিকে লাযুলাতুল ক্বাদর বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

অতীতে এই ছলাতকে কেন্দ্র কর অসাধারণ বিরাট ফিতনায় পতিত হয়েছিল। উহার উপলক্ষে ব্যাপকভাবে বাতি ও আগুন জ্বালানো হতো। যার ফলশ্রুতিতে বহু পাপাচার সংঘটিত হয়েছিল এবং আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) কর্তৃক ধার্যকৃত বহু হারাম বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়েছিল। এই সামান্য বর্ণনা থেকেই সেই ফিতনার ভয়াবহতা আঁচ করা যায়। এমনকি সেই এলাকাগুলি আল্লাহর গযব বিধ্বস্ত হওয়ার উপযোগী দেখে সেই আশঙ্কায় ঐ এলাকার অলী আল্লাহগণ বাসস্থান ত্যাগ করে মাঠে-ময়দানে যেয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দেখুন-ইত্‌ফাতুল খুল্লান ১৫-১৬ পৃঃ।

একটি প্রশ্নের জবাব

(শবে বরাতের রাত্রে কিভাবে ইবাদত চালু হয়?)

অর্ধ শা'বানের রাত্রের ফযীলত ও নির্দিষ্টভাবে সেই রাতে কোন 'ইবাদাত করার ব্যাপারে ছহীহ্‌ কোন দলীল না থাকলে এই রাতে 'ইবাদাত করার প্রচলন ঘটলো কি করে?

উত্তর ঃ

প্রাথমিক উৎস ☞ এই ছলাতের প্রাথমিক উৎস সম্পর্কে ইবনু রাজাব স্বীয় কিতাব লাতাযেফুল মাআরিফে লিখেছেন যে, প্রথমতঃ শাম দেশে (সিরিয়ায়) অবস্থানরত কিছু তাবেঈ-যেমন খালেদ বিন মা'দান, মাক্‌হুল ও লুক্বমান বিন আমির

প্রমুখগণ এই রাতের সম্মান করতো এবং 'ইবাদাতের মাধ্যমে যাপন করতো। এদের দেখাদেখি অনেকেই উহা গ্রহণ করে ফেলে। কথিত আছে যে, সেই তাবেঈগণের নিকট এই সম্পর্কে ইসরাঈলিয়াত (ইহুদী খ্রিষ্টানদের বানানো) হাদীছ পৌঁছেছিল যার ভিত্তিতে তারা ঐ রাতে 'ইবাদাত বছরার নগরীর একদল আছে। কিন্তু হাজাযের অর্থাৎ মক্কা মদীনার অধিবাসী তাবেঈ বিদ্বানগণ উহার প্রতিবাদ করেছিলেন যেমন আত্বা' ও ইবনু আবী মুলায়কাহর নাম সুপ্রসিদ্ধ। এরূপই বর্ণনা করেছে আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম মদীনার ফাক্বীহ্‌বৃন্দ থেকে যাদের মধ্যে ইমাম মালেকও রয়েছেন, তাদের নিকট ঐ রাতে বিশেষভাবে ধর্মীয়কাজে যাই করা হোক উহা বিদ'আত। দেখুন-ইত্‌হাফুল খুল্লান ১৩-১৪ ও তাহযীর আনিল বিদই' ৩৫-৩৬ পৃঃ।

আবু বাক্‌র ত্বর্‌তূশী স্বীয় "আল্‌বাইছ্‌ আলা ইন্‌কারিল বিদ্‌ই'ওয়াল হাওয়াছ্বি" গ্রন্থে (২৬ পৃঃ) বলেছেন যে, ইবনু আয্‌যা-হ যায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা (মদীনায়) একজন আলিম ও ফাক্বীহ্‌কেও দেখি নাই যে, তারা অর্ধ শা'বানের রাত্রের দিকে ভ্রুক্ষেপ করছেন এবং মাক্‌হুলের (ভিত্তিহীন) ঐ রাতটির কোন ফযীলত আছে বলেও মনে করতেন না।

ইবনু মুলায়কাহ (তাবেঈ) কে বলা হয়েছিল যিয়াদ নুমাইরী (ক্বাযী) বলছেন যে, অর্ধ শা'বানের রাত্রের ইবাবদত ও লায়লাতুল কাদ্‌র রাত্রের 'ইবাদাতের ছাওয়াব এক সম্মান। তিনি বলেছিলেন যে, আমি যদি তার মুখ থেকে একথা বলতে শুনতাম এবং আমার হাতে লাঠি থাকতো এবং তবে আমি তাকে প্রহার করতাম। তাহযীর (৩৭) ও ইত্‌হাফুল খুল্লান (১৮ পৃঃ) থেকে সংকলিত।

দ্বিতীয় উৎস ঃ

কতিপয় তাবেঈর মাধ্যমে অর্ধ শা'বানের রাত্রি জাগরণের প্রচলন হলেও তার কোন আড়ম্বরপূর্ণ ও সমষ্টিগত রূপ ছিল না। এভাবে সর্বপ্রথম চালু করে ইবনু আপীল হুমাইরা নামক এক ব্যক্তি। আর উহা চালু হয় ৪৪৮ হিজরীতে। এই ব্যক্তি খুব মিষ্টভাষী ছিল। নাবিলস্‌ থেকে বায়তুল মাক্বদাস এসেছিল। সে আক্বছা মসজিদ অর্ধ শা'বানের রাতে ছলাত আরম্ভ করলে মিষ্টি সুরে আকর্ষিত হয়ে এক দুই জন করে তার ছলাতে যোগ দিতে বিরাট জামা'আতে পরিণত হয়ে যায়। এ দেখে সে পরবর্তী বছরও আসে এবং এ বছর অরোট বিরাট সংখ্যক লোক তার পিছনে ছলাত আদায় হয়ে যায়। এভাবে এই প্রথাটি স্থায়িত্ব পেয়ে যায় এবংয় এই বিদ'আত বহু দেশ ও অঞ্চলে এমনকি ঐ সিলসিলা ধরে আমাদের যুগ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। মাকদাসী বলেন, যিনি এই বিদ'আত চালু করেন কিছু দিন পরে দেখা গেল যে, তিনি এই বিদ'আত চর্চা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ক'দিন আগে দেখলাম আপনি জামাআত বদ্ধভাবে ইহা চর্চা করছিলেন এখন ছেড়ে দিলেন কেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তা করতাম কিন্তু এখন উহার জন্য আল্লাহর নিকট ভিক্ষা করছি। দেখুন-

জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রণীত- আল-আম্‌রু বিল ইত্তিবা' অন্‌নাহী আনিল ইব্‌তিদা' ১৩৪-১৩৬ পৃঃ ও আল-ইবদা'ফী মাযা-র-রিল ইবতিদা' ২৮৮ পৃঃ।

তৃতীয় উৎস ঃ জাল হাদীছ সমূহ যা থেকে বিরত ও সংযত থাকা মুসলিম ব্যক্তির জন্য একান্ত কর্তব্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার নাম দিয়ে হাদীছ জা করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন।

«قال رسول الله صلى عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري ومسلم

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার পক্ষ থেকে মিথ্যা কিছু বলে (সৎ উদ্দেশ্যেই হোক বা অসৎ উদ্দেশ্যে) নির্ঘাত সে ব্যক্তি জাহান্নামে নিজের স্থান বানিয়ে নেয়। বুখারী, কিতাবুল ইল্‌ম, 'নবীর উপর মিথ্যারোপের পাপ' শীর্ষক অধ্যায় ও মুসলিম শরীফ ভূমিকা অংশ।

রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছে যে, من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد لكاذبين যে ব্যক্তি আমার বরাত দিয়ে কিছু বর্ণনা করে-যার সম্পর্কে সে জানে বা ধারণা করে যে, উহা মিথ্যা তবে সে ব্যক্তিও মিথ্যাবাদীদের একজন। মুসলিম শরীফ ভূমিকা অংশ।

উপকারিতা ঃ উপরোক্ত হাদীছদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (ﷺ)-এর নামে হাদীছ জাল হওয়া আশ্চর্য বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং এরূপ ঘটবে এটা স্বয়ং রাসূল (ﷺ) জানতেন। যার জন্য উম্মাতকে সতর্ক করেছেন যাতে ঐ ধরনের হাদীছের আশ্রয় গ্রহণ না করে। আর এই হাদীছ জালের বিরাট নমুনা অর্ধ শা'বানের রাতের ও উহার 'ইবাদাতের ফযীলত বর্ণনাকারী হাদীছগুলি।

এই জন্য চারজন ইমাম শুধু সহীহ হাদীছকে তাঁদের মাযহাব বলে ঘোষণা করে গেছেন। আর তাদের এই ঘোষণার দাবী হলো এই যে, তাঁদের ভিতর পরস্পরে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব ছিল, কারণ তাঁদের মাযহাব এক ছহীহ হাদীছ। কিন্তু তথাকথিত তাঁদের অনুসারী দাবীদারগণ তাঁদের সেই ঘোষণাকে চরমভাবে উপেক্ষা করেছে যার জন্য আল্লাহর গজব স্বরূপ চারদলে বিভক্ত দেয়া যায়। কোন কোন মাযহাবের লোকদের এমনও দেখা যায় যে, ইসলামের মৌলিক কিছু বিষয় ছাড়া তাদের যাবতীয় ইসলামী কাজ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নয়। হয় দুর্বল বা জাল হাদীছভিত্তিক। বড় হাস্যকর ও লজ্জাকর ব্যাপার এই যে, বহুদিন ধরে এই অভ্যাস গড়ে উঠায় জাল ও দুর্বল হাদীছ দ্বারা ছহীহ ও সুসাব্যস্ত হাদীছকে বাতিল, রহিত বলার ধৃষ্টতাও অর্জিত হয়েছে। যাঁর প্রমাণ ও নমুনা স্বরূপ তানযীমুল আশতাত্ গ্রন্থ ও বর্তমান হাদীছগুলির

কিছু বঙ্গানুবাদের টিকা টিপ্পনিগুলি। আল্লাহ এই সকল ধৃষ্টতা পরায়ন আলিমদের পতন ঘটিয়ে হক্কানী প্রকৃত দীনী ওলামার আবির্ভাব ঘটাও। আল্লাহুম্মা আমীন। (উপকারিতা শেষ)

একটি সংশয় ও উহার নিরসন

(শবে বরাতের রাত্রে ক্ষমা লাভ করার কারণ কি?

ইতিপূর্বে দুর্বল সূত্রে আটজন ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছ যাকে সমষ্টিগতভাবে ছহীহ ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেই হাদীছে- আল্লাহর দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে বান্দাদেরকে ব্যাপকভাবে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে। এই ক্ষমা কিসের ভিত্তিতে হবে? নিশ্চয় সেই রাতে কৃত 'আমলের ভিত্তিতে।

উত্তর ঃ ঐ রাতের 'আমলের ভিত্তিতে ক্ষমা করা জরুরী নয়, যর জন্য নির্দিষ্টভাবে কোন 'ইবাদাতের প্রয়োজন নেই, আর উহা বৈধও নয়। হতে পারে এই রাতের পূর্বে নিয়মিতভাবে পালনকৃত 'ইবাদাতের ভিত্তিতে ক্ষমা করবেন। যেমনভাবে প্রতি সপ্তাহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন- জান্নাতের দরজা সমূহ খোলা হয় প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এবং ঐ দুই দিনে যারা আল্লাহর সহিত শরীক করে না ঐ সকল বান্দাদের ক্ষমা করেছেন একমাত্র তাদেরকে নয় যাদের পরস্পরে বিদ্বেষ দেখেছে। বলা হয়, তাদের দু'জনকে ছেড়ে রাখা যে পর্যন্ত আপসে মীমাংস না করে। আবূ দাউদ কিতাবুল আদব এক ভাই আরেক ভাই থেকে বিমুখ থাকার পরিচ্ছদ আওনুল মা'বূদ ভাষ্য সম্মলিত ৭/১৩, ১৭৬ হাঃ নং ৪৯০৬।

অর্ধ শা'বানের রাতে মাআফ করা হয় এই যুক্তি দিয়ে যদি 'ইবাদাতের প্রচলন হয় বা জাল হাদীছগুলি 'আমলযোগ্য বলা হয় তবে এই দুই দিনের জন্য কি 'আমল বা 'ইবাদাত করা হয়। এই দু'টি দিন সম্পর্কে তো 'ইবাদাতের কথা বলিনা বা শুনিনা। অবশ্য আল্লাহর রাসূল এই দু'দিনে আয়ইয়ামে বীযের তিনটি সওম পালন করতেন। এক সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার ও আরেক সপ্তাহের সোমবার। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন আপনি এই দু'দিনে সওম পালন করেন? তিনি বলেছিলেন এই দু'দিনের 'আমালসমূহ আল্লাহর নিকট উঠানো হয়, এই জন্য আমি পছন্দ করি আমার 'আমালগুলি এই দিনে উঠে যাক। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, সেমিনারে এই জন্য সওম পালন করি কারণ এই দিনে আমি জন্মলাভ করেছি এবং এই দিনেই নবুওত প্রাপ্ত হয়েছি। হাদীছগুলি বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ, আবূ দাঊদ ও মুসলিম। দেখুন- আছছিয়াম ওয়া রমাযান ফিস সুন্নাতি অল-কুরআন ২৮৩।

অবশ্য এই দুই দিনে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট 'ইবাদাতে ও ফযীলতের উপর বেশ

কিছু জাল বানোয়াট হাদীছও রয়েছে যা এখনো আমাদের দেশের অবান্তর ফযীলত প্রিয় লোকদের মাঝে ছড়ায়নি। সেই বানোয়াট হাদীছের ফযীলতগুলি ছড়ানো হলেই অল্প দিনের ভিতরই তার তাবলীগ হয়ে ইসরা মি'রাজ ও অর্ধ শা'বানের রাতের চর্চাকৃত বিদ'আতের মত আরো একটি বিদ'আত চালু হয়ে যেতো। কেউ এ সম্পর্কে জাল হাদীছগুলি দেখতে চাইলে দেখুন, ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হিঃ) সংগৃহীত জাল হাদীছ সংকলন "মাওযূআত" ২/১৭৭ পৃঃ ও শাওকানী (১২৫০ হিঃ) প্রণীত আল ফাওয়ায়েদুল মাজমূআহ ৪৫-৪৬ পৃঃ।

আরেকটি সংশয় ও উহার নিরসন

দুর্বল হাদীছগুলির কোনটিতে অর্ধ শা'বানের রাতে 'ইবাদাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনিভাবে শাম দেশের কতিপয় তাবেঈ এই রাতে 'ইবাদাত করতেন বলে জানা যায়। আর পূর্বাপরের বহু বিদ্বান রাতিটির ফযীলতও স্বীকার করেছেন। তাহলে আমরা ঐ রাতটির ফযীলত দান করে 'ইবাদাত করলে বিদ'আত হবে কেন?

উত্তর ঃ অর্ধ শা'বানের রাত সম্পর্কে দুর্বল সূত্রে সমষ্টির মাধ্যমে যে অংশটুকু ছহীহভাবে সাব্যস্ত হয়েছে এবং যার জন্য রাতটির ফযীলত সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হচ্ছে এই অংশটুকু ঃ

আল্লাহ সেই রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন ও ব্যাপকভাবে বান্দাদের ক্ষমা করেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীছকে সামনে রেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই অংশটুকুর কারণেও রাত্রিটি অন্যান্য রাতের চেয়ে তেমন বিশেষত্বের নয়, যেমনটি ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে জানা গেছে।

নির্দিষ্টভাবে 'ইবাদাত সাব্যস্তকর অংশটুকু পূর্বোক্ত অংশটুকুর ন্যায় বহু হালকা দুর্বল সূত্রের সমন্বয়ে সাব্যস্ত হয়নি। বরং 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে শুধু একটি তুলনামূলক হালকা দুর্বল হাদীছ যা 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর বরাতে তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে পাওয়া যায়। যার ভিতরও তেমন কোন 'ইবাদাতের বর্ণনা পাওয়া যায় না। শুধু এইটুকু পাওয়া যায় যে, একদা রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আয়িশাহর পালার রাত্রের শেষভাবে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠে (তাহাজ্জুদ পড়ার পূর্বে কিংবা পরে) মদীনার কবস্তান বাকীউল গাক্বাদে গিয়েছিলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) জাগ্রত হওয়ার পর নবী (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে বাকী' পর্যন্ত যান এবং দেখেন যে, তিনি আসমানের দিকে মাথা উঁচু করে রয়েছেন। মাথা উঁচু করার কথা শুধু ইবনু মাজাতে রয়েছে তিরমিযীতে নয়। এই মাথা উঁচুর অর্থ এই ধরা হয় যে, তিনি মাথা উঁচু করে আল্লাহর নিকট দু'আ করছিলেন।

ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করার অনাস্থা পোষণ করেছেন। বলেছে 'আয়িশা'হর বর্ণিত হাদীছটি হাজ্জাজ থেকে এই একটি সনদেই পাওয়া যায়। মুহাম্মা দ(ইমাম বুখারী)-কে হাদীছটিকে দুর্বল বলতে শুনেছি। কারণ এই সনদের ধারায় ইয়াহ্ইয়া বিন আবী কাছীর 'উরওয়াহ থেকে না শুনেই বলেছে শুনেছি এমনিভাবে হাজ্জাজ ইয়াহ্ইয়া থেকে না শুনেই বলেছে শুনেছি। দেখুন-তুহ্ফাহ সম্মলিত তিরমিযী ৩/৩৬৫ পৃঃ।

পণ্য সংগৃহীতা যদি নিজেই তার পণ্যের দোষ গ্রহীতাদের বলে দেয় এরপরও যদি তাদের কেউ তা বিশ্বাস না করে গ্রহণ করে তবে তা তার সুস্থ স্বাভাবিক রুচি ও বিবেক না থাকারই পরিচায়ক। এই হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযীর রিপোর্ট শোনার পরও যারা উহার উপর 'আমলের জন্য পিড়াপিড়ি করে তাদের উদাহরণ ঠিক উপরোক্ত গ্রহীতাটির মত।

বায়হাকীতে উছমান বিন আছ ও 'আয়িশাহ থেকে কয়েকটি রিওয়ায়েতে 'ইবাাদতের কথা এসেছে। একটিতে এরূপও এসেছে রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই রাতে কিয়াম করার 'আয়িশাহ'র নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন (ياعائشة أتاذنين لى في قيام هذه الليلة) অতঃপর 'আয়িশাহ (রাঃ) অনুমতি দিলে তিনি কিয়াম করেছিলেন। এ সমস্ত হাদীছ বর্ণনা করে ইমাম বায়হাকী দুর্বল বলেছেন। তুহ্ফাতুল খুল্লানের লিখক বলেন, হাদীছগুলির বর্ণনাকারীরা সকলে হাদীছ শাস্ত্রে অপরিচিত .... দেখুন-তুহ্ফাতুল খুল্লান ৩১ পৃঃ।

এরপর শামের কিছু তাবেঈ বা সেখানকার বিদ্বান অর্ধ শা'বানের রাত্রের ফযীলত সাব্যস্ত করে রাতটিকে 'ইবাদাতের মাধ্যমে যাপন করেছিলেন যে কারণে আমাদের জন্য জায়েয হবে এটা শারী'আত সম্মত কথা নয়।

এ সম্পর্কে দু'ভাবে বুঝ দেয়া যেতে পারে।

এক- ইতিপূর্বে জানা গেছে-তারা ইসরাঈলিয়াত (ইহুদী খ্রিষ্টানদের বর্ণিত কিছু বর্ণনা) এর উপর ভিত্তি করে এই 'ইবাদাত করতেন। জানতে পারার পর যার উপর 'আমল করা চলে না।

দুই- তাদের থেকে যেমন 'ইবাদাত করার সমর্থন পাওয়া যায় তেমন মক্কা-মদীনার তাবেঈ ও বিদ্বানদের থেকে উহার প্রতিবাদ পাওয়া যায়। কাজেই এঁদের প্রতিবাদ তাদের করার উপর অগ্রাধিকার পাবে। কেননা এরাই হলো ইসলামের উৎস

ভূমির মানুষ।

এরপর যারা রাতটির ফযীলত স্বীকার করেছেন তারা কেউই 'ইবাদাত স্বীকার করেননি। যেমন ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন ঃ

لكن الذى عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغير هم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما بصدق ذلك من الآثار السلفية وفقد روي بعض فضائلها فى المسايند والسنن وإن كان قد وضع فيها أشيا آخر فأما صوم يوم النصف من شعبان مفردا فلا أصل له بل إفراده مكروه وكذلك اتخاذه موسمًا تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم الحدثة المبتدعة التي لا أصل لها وكذلك ما قد أحدث فى ليلة النصف من الإجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدورو الأسواق فإن هذا الإجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدرمن القراءة مكروه لم يشرع فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية مو ضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لايجوز استحباب صلاة بناءً عليه -اقتضاء الصراط المستقيم -صـ ٣٢-٣٣

কিন্তু অনেক বিদ্বান বা আমাদের ও অন্যান্যদের অধিকাংশ বিদ্বান এই মতপন্থী যে, অর্ধ শা'বানের রাত্রের ফযীলত রয়েছে, ইমাম আহমাদের এ ব্যাপারে স্পষ্ট উক্তিও রয়েছে। আর উহা এই জন্য যে, এই ব্যাপারে বহু হাদীছ এসেছে, এবং উহার সমর্থনে সালাফদের। সমর্থনে সালাফদের (ছাহাবাহও তাবেঈনদের) আ-ছার বা বাণীও এসেছে। যার কিছু কিছু ফযীলত হাদীছের সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত রয়েছে-যদিও ঐ রাত্রে অনেক কিছু (বিদ'আত) সংযোজিত হয়েছে। তবে অর্ধ শা'বানের দিনে নির্দিষ্টভাবে রোযাহ রাখার ইসলামে কোন ভিত্তি নেই। বরং ঐদিনে নির্দিষ্টভাবে রোযাহ রাখা ঘৃনিত কাজ। এরূপই ঘৃনিত উহা বিশেষ মৌসুম গণ্য করা এবং সেই উপলক্ষে নানা প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করা ও সাজসজ্জা করা। নিঃসন্দেহে উহা হবে নতুন আবিষ্কৃত মৌসুম সমূহের অন্তর্ভুক্ত শারী'আতে যার কোন ভিত্তিই নেই। এমনিভাবে ছলাতুল আলফিয়াহ (একহাজার বার ইখলাছ সূরাহ পাঠের মাধ্যমে

একশ রাক'আত ছলাত) এরও অবস্থা তাই। উহা নবাবিষ্কৃত একটি 'ইবাদাত যা আদায়ের জন্য মানুষ ব্যাপকভাবে গ্রাম, মহল্লা ও বাজারের জামে মসজিদগুলিতে একত্রিত হয়।

নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট সংখ্যা ও নির্দিষ্ট পরিমাণ কিরআতের মাধ্যমে এই নফল ছলাতটি আদায়ের জন্য একত্রিত হওয়া শারী'আত বিরোধী ঘৃনিত কাজ। অবশ্য ছলাতুল আলফিয়াহর সমর্থনে কিছু হাদীছ প্রচলিত রয়েছে। বিদ্বানগণের ঐক্যমতে উহা জাল বানোয়াট। আর জাল বানোয়াট হাদীছের ভিত্তিতে ঐ ছলাতকে মুস্তাহাব বলা সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েয। দেখুন-ইক্বতিযা-উছ্ছিবা-তিল মুস্তাক্বীম ৩০২-৩০৩ পৃঃ।

বর্তমান বিশ্বের প্রকৃত অর্থে একমাত্র মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী বিভিন্ন সূত্রে অর্ধ শা'বানের হাদীছগুলি একত্রিত করে সম্মলিতরূপে ছহীহ প্রমাণ করে রাত ফযীলত সাব্যস্ত করেছেন কিন্তু কোন 'ইবাদাতের কথা বলেননি। দেখনু-সিলসিলাহ ছহীহাহ্ ২/১৩৮-১৩৯ পৃঃ।

অবশ্য কেউ কেউ অর্ধ শা'বানের রাত্রের 'ইবাদাতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন জামাআতগতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে। অতঃপর জাম্মআতগতভাবে আদায় করাকে বিদ'আত বলেছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আদায় করাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু যেই ছলাতের মাধ্যমে সিয়াম করবে উহা নবাবিষ্কৃত ছালাত নয়। বরং সাধারণ তাহাজ্জুদের ছলাত। এই মতের ধারক হলেন ইবনু রাজাব ও সুয়ুত্বী।

ইবনু রজাব স্বীয় লাত্বা-য়েফুল মাআ-রিফ গ্রন্থে বলেছেন-

«أنه يكره الإجتماع فيها في المساجد الصلاة والقصص والدعاء ولايكره أن يصلي الرجل لخاصة نفسه وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم وهذا هو الأقرب إن شاء الله» : من كتاب التحذير عن البدع صـ ٣٤-٣٥

ঐ রাতে ছলাত আদায়, কিছ্ছাহ্ শোনা ও দু'আ করার জন্য মসজিদ সমূহে সমবেত হওয়া ঘৃনিত কিন্তু একাকিভাবে ছলাত আদায় করা ঘৃনিত নয়, ইহাই হলো শামের অধিবাসীগণের আলিম ফাকীহও ইমাম আওযাঈ (রহঃ)-এর নিকট গৃহীত কথা বা মত। আর ইহা হচ্ছে সত্যের অধিক নিকটবর্তী কথা। তাহযীর থেকে সংকলিত ৩৪-৩৫ পৃঃ।

সুয়ুত্বী বলেনঃ

أما ليلة النصف منه شعبان فلها فضل وإحياؤها بالعبادة مستحب ولكن على الإنفراد ومن غير جماعة واتخاذ الناس لها ولليلة والرغائب مو سما وشعارا بدعة مكروهة وما يزيدونه فيها على الحاجة والعادة من الوقيد ونحوه فغير موافق للشريعة والصلاة الألفية التي تصلي ليلة النصف من شعبان لاأصل لها ولا شباهها:

الامربالاتباع والنهى عنه الايقداع ص١٣

অর্ধ শা'বানের রাত্রিটির ফযীলত রয়েছে। আর 'ইবাদাতের মাধ্যমে উহার যাপন মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) কিন্তু একাকিভাবে জামাআতবদ্ধভাবে নয়। লোকদের কর্তৃক ঐ রাত্রিটিকে এবং বাগা-য়েবের রাতটি দীনী মৌসুমও প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা ঘৃনিত বিদ'আত। আর প্রয়োজন ও প্রথার বাইরে যা করা হয় যেমন আগুন জ্বালানো ইত্যাদি শারী'আহ গর্হিত কাজ। অর্ধ শা'বানের রাতে ছলাতুল আলফিয়াহ্ নামে যেই ছলাত আদায় করা হয়, উহারও ঐ সাদৃশ্য অনান্য ছলাতের ইসলামী শারী'আতে কোনই ভিত্তি নেই। দেখুন আল্ আম্রু বিল ইত্তিবা' অন্নাহী আনিল ইব্তিদা ১৩৫-১৩৬।

মনীষীদ্বয় অর্ধ শা'বানের রাতে জামা-আতবদ্ধভাবে 'ইবাদাতকে বিদ'আত বলেছেন কিন্তু একাকিভাবে 'ইবাদাত করাকে বিদ'আতী বলেননি। সাধারণভাবে তাদের এই মতকে মেনে নেয়া যায় না। কারণ যেমন জামা-আতবদ্ধভাবে এই রাতে 'ইবাদাতের কথা কোন ছহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীছে আসেনি তেমন একাকিভাবে 'ইবাদাতের ব্যাপারেও কোন খাঁটি ছহীহ্ বা বহু হালকা দুর্বল সূত্রের সমন্বয়লব্ধ ছহীহ হাদীছে আসেনি-যেমনটি ইতিপূর্বে জানা গেছে। অতএব জামাআতবদ্ধভাবে যেমন বিদ'আত হবে একাকিভাবেও তেমন বিদ'আত হবে।

এই জন্যই সৌদী আরবের মুফতী প্রধান অগাধ এলেমের অধিকারী শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায্ ইবনু রাজাবের এবং আনুষঙ্গিকভাবে সুয়ুত্বীর) উক্তির বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীন মন্তব্য পেশ করে বলেছেনঃ

أماما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استجاب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذ القول فهو غريب وضعيف لأن كل

شيئ لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعًا لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله سواء فعله مفردا أو في جماعة وسواء أسره اواعلنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد : وغيره من الأدلة الدالة على انكار البدع والتحذير منها- التحذير من البدع ٣٦

আওযাঈ কর্তৃক অর্ধ শা'বানের রাত্রে একাকি ক্বিয়াম পছন্দ করণ ও হাফিয ইবনু রাজাব কর্তৃক উহার পরিগ্রহণ বড়ই উদ্ভট ও দুর্বল কথা। কেননা প্রত্যেক ঐ বিষয় যা শরঈ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয় উহাকে শরঈ বল আল্লাহর দীনের ভিতর নবাবিষ্কারের শামেল যা-মুসলিম ব্যক্তির জন্য আদৌ বৈধ নয়। চাই উহা একাকিকভাবে করুক, বা দলবদ্ধভাবে। আর চাই গোপনে করুক, বা প্রকাশ্যে। আর উহা এই জন্যই বৈধ নয় কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাধারণভাবে বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন 'আমল করে-যার স্বপক্ষে আমাদের (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট) নির্দেশ নেই উহা পরিত্যাজ্য" (বুখারী, মুসলিম)। এছাড়াও আরো অন্যান্য দলীলাদী-যা বিদ'আত অস্বীকার করা ও উহা থেকে সাবধান থাকার প্রতি নির্দেশ করে। দেখুন-তাহযীর আনিল বিদ্ই' ৩৬ পৃঃ।

আর যদি তাঁরা (ইবনু রজাব ও সুয়ুত্বী) দুর্বল হাদীছের ভিত্তিতে একাকি 'ইবাদাতকারী বৈধ বলে থাকেন, তবে ঐ হাদীছগুলির পূর্ণ মর্ম উপলব্ধি করে সে মর্ম বিজড়িত করার শর্তে একাকি 'ইবাদাত করা বৈধ বলতে হবে, সাধারণভাবে নয়। আর তা হচ্ছে এই যে, অর্ধ শা'বানের রাত্রে ঐ ব্যক্তিদের জন্য একাকি 'ইবাদাত করা জায়েয হবে যারা নিয়মিতভাবে অন্যান্য রাতে বা কমপক্ষে শা'বান মাসের প্রথম থেকে রাত্রে ক্বিয়াম করে আসছে। ওদের জন্য বৈধ নয় যারা অন্যান্য রাত্রে 'ইবাদাত বা কিয়াম করে না। কারণ কোন এক রাত্র বা দিনকে 'ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করা থেকে নবী (ﷺ) নিষেধ করেছেন। আর 'আয়িশাহর হাদীছেও পাওয়া যায় যে, রাসূল (ﷺ) অন্যান্য রাতের ন্যায় রাত্রের অর্ধভাগে বাব শেষ তৃতীয়াংশে কিয়ামুল্লায়লের জন্য উঠেছিলেন। উঠার পর কিয়ামের পূর্বে কিংবা পরে বাক্বীউল গাক্বাদে (কবরস্থানে) যান। ঘর থেকে বেরিয়ে গোরস্তানে যাওয়ার ফলে আয়িশাহ ঘুম থেকে উঠে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে বাকী পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এরূপ পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী অর্ধ শা'বানের রাতের ফযীলত স্মরণ করে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে

ইচ্ছা করলে ছলাতের পূর্বে বা পরে একাকিভাবে কবর যিয়ারতের জন্য যেতে পারবে।

হ্যাঁ তবে স্বাভাবিক 'ইবাদাতটা আজকের রাতে কিছু বেশী গুরুত্বের সাথে ও অনেক সময় ধরে আদায় করা হলেও এই রাতটির কিছু স্বতন্ত্র্যতা আসে-যার মাধ্যমে অন্যান্য রাতের চেয়ে কিছু বেশী ফযীলত সাব্যস্ত হয়। এই কথার সমর্থনে একটি দুর্বল হাদীছও এসে গেছে।

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قام رسول الله من الليل فصلى فاطال السجود حتى طننت انه قد قبض فلما ارايت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجع فلما رفع راسه من السجود وفرغ من صلاته قال : ياعائشة أو ياحميراء أطننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاس بك قلت : لا والله يا رسول الله ولكني طننت أنك قضت طول سجودك فقال أتدرى أى ليلة هذه؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخرأهل الحقد كما هم : رواه البيهقى وقال هذا مرسل جيد- تحفة الأحوذى ٣/ ٣٦٥-٣٦٦

'আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (ﷺ) একদা রাত্রিবেলা জাগ্রত হয়ে ছলাত আদায় করা শুরু করলেন। ছলাতের সাজদাহ্গুলিকে বেশ লম্বা করছিলেন। এক পর্যায়ে আমি জাগ্রত হয়ে তার সাজদাহ্র প্রতি লক্ষ্য দিলাম এবং ধারণা করলাম তাঁর রূহ্ কবয করা হয়েছে। ইহা লক্ষ্য করে আমি তাঁর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল ধরে নাড়া দিলাম ফলে নড়ে উঠলো, অতঃপর আবার শান্ত হয়ে গেল। যখন তিনি সাজদাহ সমাপ্ত করলন এবং ছলাত পূর্ণ করে অবসর গ্রহণ করলেন তখন আমাকে হে 'আয়িশাহ বা হে হুমাইরা বলে সম্বোধন করে বললেন তুমি কি ধারণা করেছিলে যে, নবী (ﷺ) তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আল্লাহর কসম করে বলছি কস্মিনকালেও আমি এরূপ ধারণা

করি নাই। বরং আপনার সাজদাহ্র দীর্ঘতা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি জানো এরাতটি কোন রাত? আমি বললাম, আল্লাহ এবং রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটি হলো অর্ধ শা'বানের রাত। আল্লাহ অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে বান্দাদের দিকে দৃষ্টি দান করেন এবং ক্ষমা ভিক্ষাকারীদেরকে ক্ষমা করে দেন, রহমত ও তলবকারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। কিন্তু বিদ্বেষ পরায়ণদেরকে তাদের অবস্থায় বিদূরিত করে রাখেন। হাদীছটি বায়হাক্বী বর্ণনা করে বলেন, ইহা একটি ভাল মুরসাল হাদীছ। দেখুন-তুহ্ফাতুল আহ্ওযাযী ৩/৩৬৫-৩৬৬ পৃঃ।

কেউ বলতে পারেন যে, অর্ধ শা'বানের রাত্রের ও উহার 'ইবাদাতের ফযীলতের উপর কোন ছহীহ হাদীছ নাই পাওয়া গেল, দুর্বল হাদীছ তো বেশ কিছু এসেছে ওগুলির সমন্বয়ে "ফাযায়েল" সাব্যস্ত হতে পারে। যার ফলে ঐ রাতে বিশেষভাবে 'আমল করলে শারী'আত সম্মতই হবে।

উত্তর ঃ দুর্বল হাদীছের মাধ্যমে ফাযায়েল সাব্যস্ত হয়-যদি দুর্বলতা হবে না। ঐ ক্ষেত্রে হালকা দুর্বল হাদীছের মাধ্যমে .... বা বিধান সাব্যস্ত হবে যখন উহার সমর্থনে মৌল হিসাবে কোন ছহীহ হাদীছ থাকবে। যেমন সুনান রাতেবাহ্ (পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছলাতের সংশ্লিষ্ট ১২ রাক'আত সুন্নাত) বিতর ও যুহা বা আউওয়াবীনের ছলাত ইত্যাদি। এগুলি সম্পর্কে দুর্বল বহু হাদীছ এসেছে কিন্তু প্রতিটি ছলাতের সমর্থনে ছহীহ্ হাদীছও এসেছে যার জন্য ওগুলি পালন করা শারী'আত সম্মত। কিন্তু অর্ধ শা'বানের ক্ষেত্রে শুধু দুর্বল ও জাল হাদীছই এসেছে, ছহীহ্ একটিও আসেনি। যার জন্য ঐ রাতে নির্দিষ্ট কোন 'ইবাদাত করা শারী'আত সম্মত নয়। সেই জন্যই সকল বিদ্বান রাত্রিটির ফযীলত স্বীকার করেছেন(১) তারা কোন বিধান (নির্দিষ্ট 'ইবাদাত) স্বীকার করেননি। কেউ কেউ বিশেষ অবস্থায় ও পন্থায় 'ইবাদাতের স্বীকৃতি দান করলেও নির্দিষ্ট কোন 'ইবাদাতের বর্ণনা দান করেননি। উপরন্তু তাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনার মূল বিষয় (পরিবর্ধিতভাবে) দেখুন-আত্তাহযীব আনিল বিদ্ই ৩০ পৃঃ।

---

(১) **টীকা ঃ** এই ফযীলতের দিকগুলি দেখুন অর্থ নিবন্ধের ২২ পৃঃ ১২ লাইন থেকে হাদীছের তরজমা পর্যন্ত। আরো দেখুন ৬-৭ পৃষ্ঠা।

অর্ধ শা'বানের রাতে যে সমস্ত বিদ'আত চর্চা করা হয় তার তালিকা

গবেষণা সমৃদ্ধ দীর্ঘ আলোচনা থেকে নিশ্চয় বুদ্ধিবিবেক সম্পন্ন পাঠক মণ্ডলীর নিকট অর্ধ শা'বানের রাত্রিটি ও উহার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির প্রকৃত রূপটি স্পষ্ট হয়েছে।

এবার আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। ঐ বিষয়গুলি যার মাধ্যমে এই প্রকৃতকে কলুষিত করা হয়েছে।

১। অর্ধ শা'বানের রাত্রিটি ভাগ্য রজনী নামে নামকরণ করা বিদ'আত। যদি ভাগ্য রজনী বলে কোন রাত থেকে থাকে তবে উহা রমাযান মাসের লায়লাতুল ক্বাদর।

২। এই রাতে বয়স ও রুযী বৃদ্ধি করা হয়। অত্র বছরে কতজন জন্মগ্রহণ করবে ও কতজন মৃত্যুবরণ করবে উহা ধার্য করা হয়। অনেকে এসব বিশ্বাস করে। দেখুন এ ভ্রান্তির খণ্ডন-নিবন্ধের ৯-১০ পৃঃ।

৩। অর্ধ শা'বানের রাতে আলফিয়াহ বা বাগায়েব নামক ছলাত একশ রাক'আতেরও মাধ্যমে আদায় করা বিদ'আত। এ সম্পর্কে যে হাদীছ পাওয়া যায় উহা জাল বানোয়াট। দেখুন নিবন্ধের ১১-১৪ পৃঃ ও আল্-ইব্দা' ২৮৭-২৮৮ পৃঃ।

৪। অর্ধ শা'বানের রাতে ও দিনে ব্যাপকভাবে কবর যিয়ারত করা। কবরে ফুল দান করা, বাতি জ্বালানো। এগুলি সবই ঘৃনিত বিদ'আত। দেখুন-তাহযীরুল মুসলিমীন আনিল ইবতিদাই'ফিদ্দীন (উর্দু) ৬৮৭ পৃঃ।

৫। হালুয়া-রুটি ও রকমারী খাদ্য প্রস্তুত করা ও বিলি করা। প্রাগুক্ত

৬। বিধবা মহিলাদের এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, এই রাতে তাদের স্বামীগণ বাড়ীতে ফেরত আসে। যার জন্য সাজ-সজ্জা করে। দানা পানি তৈরি বাতি জ্বালিয়ে সারা রাত অপেক্ষায় কাটানো। প্রাগুক্ত

৭। ব্যাপকভাবে পাড়া-গ্রাম ও শহর-মহল্লায় আলোক সজ্জা ও আগুন জ্বালানো ইত্যাদি। বিধর্মী কাজ।

আল্লামাহ আবূ শা-মাহ বলেন, বিদ'আতীগণ যে সমস্ত নবাবিষ্কার করেছে ও উহার মাধ্যমে দীনের নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং অগ্নিপূজকদের ত্বরীকাহ অবলম্বন করেছে এবং নিজেদের দীনকে খেল-তামাশা বানিয়েছে ঐ সকল বিদ'আতের অন্যতম একটি বিদ'আত হলো অর্ধ শা'বানের রাতে ব্যাপকভাবে আগুন জ্বালানো। সর্বপ্রথম এই বিদ'আতের প্রচলন ঘটায় ছদ্মবেশী বারামেকাগণ। এরা ছিল মাজূস (অগ্নিপূজকদের) গোপন নেতৃবৃন্দ। এরা বাদশাহ হারুনুর রশীদকে পরামর্শ

দিয়েছিল কা'বা শরীফে সুগন্ধী (চন্দন কাঠ) পুড়ানোর জন্য-যাতে ইহার অনুসরণে সুগন্ধির নামে মুসলমানদের মসজিদও 'ইবাদাত গাহ্গুলিতে আগুন ঢুকে যায়। দেখুন-আল ইব্দা'ফী মাযা-ররিল ইব্তিদা' ২৮৯ পৃঃ।

৮। লায়লাতুল ক্বাদ্র ও অর্ধ শা'বানের রাত্রের ফযীল এক সমান বা তার চেয়ে বেশী মনে করা। বিরাট স্মরণের বিদ'আত। তাহযীরুল মুসলিমীন ৬৮৭।

৯। এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, এই রাতে মুমিনদের রুহগুলি 'ইল্লিঈন থেকে দুনিয়ায় নেমে আসে। আর এর স্বপক্ষে সূরা ক্বাদ্রের আয়াতে (تنزل الملائكة والروح ফেরেস্তাগণও রুহ অবতীর্ণ হয়) রুহ্ বলতে মুর্দা ব্যক্তিদের রুহ্ নেয়া বিরাট ধরনের মূর্খতা। কোন নির্ভরযোগ্য মুফাসসির এই তাফসীর করেনি। নির্ভরযোগ্য মুফাস্সিরগণ রুহ্ অর্থ জিব্রীল (ফেরেশতাগণের মধ্যে বিশিষ্ট ফেরেস্তা)। কিংবা একবিশেষ ধরনের সম্মানিত ফেরেশতা। কিংবা ফেরেস্তা ব্যতীত আল্লাহর বিশেষ কোন বাহিনী। কিংবা রুহ অর্থ রহমত ইত্যাদি বলেছেন। দেখুন-ইবনু কাছীর ৪/৪৮৪ ও ফাত্হুল ক্বাদীর ৫/৬৭১ পৃঃ। আরো দেখুন তাহযীর ৬৮৮ পৃঃ।

১০। অর্ধ শা'বান উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন মাহফিল ও সকল প্রকারের অনুষ্ঠান বিদ'আত। আর উহার জন্য অর্থ ও সময় অপচয় করা নিঃসন্দেহে অহেতক নেজযার মাধ্যমে শয়তানের সহিত ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে বা উন্নতি লাভ করে।

১১। অর্ধ শা'বান উপলক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালত ছুটি ঘোষণা করা, দিনটির সহিত জড়িত বিদ'আত সমূহ চর্চা করার সময় সুযেগ দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

উপসংহার

অনেকে অর্ধ শা'বানের রাত ও দিনের সহিত বিজড়িত উক্ত বিদ'আতগুলিকে হাসানাহ নাম দিয়ে পালন করা বৈধ মনে করেন। এই ধরনের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ কুরআন হাদীছ বিরোধী। কেননা রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসানা বা উত্তম কাজ (নামায, রোযাহ) গুলিকেও উম্মত থেকৈ বহির্ভূত হওয়ার কারণ বলেছেন-যদি রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক প্রবর্তিত না হয়। স্মরণ করুন বুখারী মুসলিমে বর্ণিত তিন ছাহাবীর কথা যারা রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 'ইবাদাতের পদ্ধতি ও তরীকাহ সহ বিস্তারিত বিবরণী শুনতে এসেছিলেন। অতঃপর একজন বলেছিলেন আমি জীবনে যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন ঘুম হারাম করে সারা রাত নফল সলাত আদায় করে কাটাবো। দ্বিতীয় জন বলেছিলেন সারা জীবন সওম পালন করবো, তৃতীয়জন বলেছিল আমি স্ত্রী গ্রহণ

করবো না। যার অর্থ এই ছিল যে, জীবনের সকল সম্পর্কে কেবল আল্লাহর জন্য একত্রিভূত করে রাখবে।

আল্লাহ্ আকবার! এদের 'আমলের চেয়ে আর কার 'আমল হাসানা বা উত্তম হতে পারে। অথচ রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে এই 'আমলগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন এই 'আমলগুলি 'আমল সুন্নাত বা ত্বরীকাহ্ বিরোধী-আর যে ব্যক্তি আমর ত্বরীকা বিরোধী 'আমল করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করতেন এমন 'আমলগুলিও যদি উম্মত থেকে বহির্ভূতকারী হয় শুধু পরিমাণে রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে বেড়ে যাওয়ার কারণে, তাহলে যে 'আমলগুলি রাসূলুল্লাহ কোন দিনও করেননি উহা কি করে শারী'আত সম্মত হাসানাহ্ হতে পাবে? নিঃসন্দেহে তা নবীর শারী'আতের দৃষ্টিতে জঘন্যতম পথ ভ্রষ্টকারী বিদ'আতই হবে।

মোটা বিবেকের দৃষ্টিতে হাসানা (উত্তম) কাজগুলি শারী'আতের দৃষ্টিতে তখন উত্তম হবে যখন ঐ কাজটির বিস্তারিতভাবে নযীর রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে পাওয়া যাবে। যদি নবী (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে তার বিস্তারিত নযীর বা অস্তিত্ব না পাওয়া যায় তবে বিবেকের দৃষ্টিতে যতই হাসানা (উত্তম) হাক্ব শারী'আতের দৃষ্টিতে তা জঘন্যতম বিদ'আত বলেই গণ্য হবে।

বড় পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল তথাকথিত কিছু আলিম বিবেকের নিকট হাসান (উত্তম) কাজগুলিকে। শারী'আতের দৃষ্টিতেও হাসানাহ ধরে নিয়ে ধর্মের ভিতর বিদ'আতের পাহাড় রচনা করে যাচ্ছে। তারা ভুলে গেছে রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিয়ম ঃ

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (متفق عليه)

যে ব্যক্তি কোন 'আমল করে, আর সেই 'আমলের ব্যাপারে আমাদের (কুরআন হাদীছের) তার নির্দেশ দিয়েছেন কিনা খুঁজতে হবে, যদি দিয়ে থাকেন তবে করা যাবে, আর যদি নির্দেশ না দিয়ে থাকেন তবে করা যাবে না। রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশের ভিত্তিতে করা হল উহা হবে সুন্নাত। আর নির্দেশের ভিত্তিতে না করা হলে বা নিজের ইচ্ছা মত বা কারো ইচ্ছামত ভাল মনে করা হলে উহা হবে বিদ'আত।

(সমাপ্ত)